[redacted]

[redacted]

সভাপতি সাধারন সম্পাদকসহ প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচন আর মাত্র ব মাত্র ৬ দিন বাকি। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে প্রার্থীদের ঘুম হারাম হয়ে আসছে।এবারের নির্বাচনে শ্রমিকরা গুন্জন ছড়াচ্ছে যারা ক্ষমতায় আছে তারাই থাকবে।

এবারের নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক সহ ৯টি পদের বিপরীতে মনোনয়ন সংগ্রহ করছে একাধিক প্রার্থী।শনিবার নির্বাচন পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্রের ফরম সরবরাহ, মনোনয়নপত্রের ফরম দাখিল, মনোনয়নপত্র যাচাই- বাছাই শেষে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। ২৮ জানুয়ারি শনিবার সকাল ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্রের ফরম সরবরাহ করা, দুপুর ১টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র দাখিল, ৩ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র বাছাই ও প্রতিক নির্ধারণ রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রার্থী পদ পত্যাহারের শেষ সময় বেধে দেয় নির্বাচন কমিটি।

কেরু’র শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচনের চেয়ারম্যান কেরুর মহাব্যাবস্হাপক অর্থ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সাক্ষরিত প্রতিক বরাদ্দ দেন।

এবারের নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন তাদের প্রতিক হচ্ছে সভাপতি পদপ্রার্থী ফিরোজ আহাম্মেদ সবুজ পেয়েছেন ছাতা প্রতিক, তৈয়ব আলী পেয়েছেন সাইকেল, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মাসুদুর রহমান মাসুদ পেয়েছেন চাঁদতারা, মনিরুল ইসলাম পিন্স আনারস, জয়নাল আবেদীন নফর হারিকেন, সহ-সভাপতি এসএম কবির পেয়েছেন কলস, আনিসুর রহমান গরুর গাড়ি, রেজাউল করিম টেবিল, মফিজুল ইসলাম তালাচাবি, সহ-সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান পেয়েছেন চেয়ার, খবির উদ্দিন আম, হাফিজুর রহমান হাস, মহিদুল ইসলাম হাতপাখা, আতিয়ার রহমান মাছ, দপ্তর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট পেয়েছেন

উড়োজাহাজ, আবুল হোসেন হরিণ, প্রচার সম্পাদক পদে পেয়েছেন ইয়াসির আরাফাত কুুঁড়েঘর, মিজানুর রহমান মোরগ, আব্দুল কুদ্দুস মোবাইল ফোন, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার কায়েশ আব্দুল্লা পেয়েছেন রিকসা, আবু সাঈদ পেয়েছেন কাঠাল।

সদস্যদের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে সেলিম খান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন, ২ নং ওয়ার্ডের বাবর আলী পেয়েছেন বেলচা,আব্বাস আলী বালতি, আমিনুল ইসলাম ডাব, ৩ নং ওয়ার্ডের বাবুল আক্তার পেয়েছেন গোলটুপি, জাহিদুল ইসলাম ডাব, মোজহারুল হাতুড়ি, শরিফুল ইসলাম টর্চ লাইট, শফিকুল ইসলাম আখের আটি ৪ নং ওয়ার্ডের মতিয়ার রহমান পেয়েছেন ডাব, কামরুল হাসান আখের আটি, মাহামুনুল হাসান টর্চ লাইট, ৫ নং ওয়ার্ডের সাইফুদ্দিন সুমন পেয়েছেন ডাব, সাহেব আলী শিকদার টর্চলাইট, মোহাম্মদ হারিজুল ইসলাম আখের আটি, ৬ নং ওয়ার্ডে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় ৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রতিক হয়েছিলো মাজেদুল ইসলাম ডাবলু আখের আটি, নুরুল ইসলাম বেলচা, মজিবর রহমান ডাব। ৭ নং ওয়ার্ডের জাহিদুল ইসলাম পেয়েছেন গাভী, জাহিরুল ইসলাম বালতি, ইদ্রিস আলী ডাব, রবিউল ইসলাম বেলচা, আজাদ আলী হাতুড়ি তারাপদ বিশ্বাস আখের আটি।

প্রতিক পেয়ে প্রার্থীরা ভোট প্রার্থনায় ছুটছেন রাত দিন। বিরামহীন ঠিকটাক চলছে তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা। প্রতিদিনই দফায় দফায় প্রার্থীদের পক্ষে চলছে ভোট প্রার্থনা। প্রার্থী নিজে কিংবা তার স্বপক্ষে লোকজন রাত দিন যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। তুলে ধরছেন নিজ পছন্দের প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। কুশল বিনিময় আর সালাম আদাব জানিয়ে চাইছেন তাদের মূল্যবান ভোট । সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ভোটারদের কাছে করছেন ভোটের আবেদন নিবেদন। প্রার্থীর পক্ষে প্রচরণায় মাঠে আছেন একাধীক কর্মীরাও। নিজদের পক্ষে ভোট টানতে কাজে লাগানো হচ্ছে ভোটারদের আত্বীয় স্বজনকে। আত্বীয়তার সম্পর্কে তারা ভোট চাইছেন নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে। ভোট যুদ্ধে বিজয়ী হতে চালানো হচ্ছে নানা কৌশল। শ্রমিক ও কর্মচারিদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ অনান্য পদ ও সদস্যরা। অন্য ভোটের চেয়ে ব্যাতিক্রম এই ভোটে কেরুজ আঙিনা সব সময় থাকে সরগরম।

প্রার্থীদের ব্যাপক প্রচারণায় অনেকটা জমে উঠেছে নির্বাচনী আমেজ। আর হাতে মাত্র ছয় দিন। ভোটের দিন ঘনিয়ে আসায় প্রার্থীদের

প্রচারণার কাজে রাত দিন একাকার। কাটছে র্নিঘুম রাত। ফুরসদ নেই দিনেও। এখন প্রার্থীদের একটাই লক্ষ্য যে ভাবেই হউক ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেষ মুর্হুতে তাদের মনজয় করে মূল্যবান ভোট নিজেদের ভাগে আনা। ভোট যুদ্ধের বৈতরণী পার হতে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে চলছে নানা কলা কৌশল। দিচ্ছেন নানা উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি। তবে ভোটাররা শ্রমিক কর্মচারি হওয়ায় তারাও অধিক সচেতন। যোগ্য প্রার্থীদের বেচে নিয়েই ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে । তবে কিছু চালাক ও সচেতন ভোটারা কোন প্রার্থীর পক্ষেও মুখও খুলছেন না সহজেই। নিজ দল বা নিকটজন না হলে প্রার্থীর পক্ষে মাঠে সরাসরি ভোট চাইতেও নামছেন তারা। ভোটের মাঠে প্রার্থীরা সরব হলেও সেসব ভোটাররা রয়েছেন নিরব। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীরা ব্যাপক প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত থাকলেও বসে নেই সদস্য প্রার্থীরাও।

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর তুলনায় সদস্য প্রার্থীদের নির্বাচনী এলাকার আয়তন ও ভোটার কম হলেও তাদের মত তারাও হরদম ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। প্রত্যাশা ভোটারদের মন জয় করে তাদের কাঙ্খিত রায় পাওয়ার। আসন্ন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২ (দুই)জন প্রার্থী ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৩(তিন) জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।যতই দিন গড়াচ্ছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মসুদুর রহমান মাসুদের পক্ষে গণজাগরণ সৃস্টির লক্ষে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচারণা। কর্মিরা দিনরাত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা করছে। ভোটাররা প্রতিদিনই কেউ কেউ যোগদান করছে মাসুদ সংগঠনে।

অপরদিকে মাসুদুর রহমান মাসুদ দুবছর ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে শ্রমিক ও কর্মচারিদের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সেজন্যই আস্থাভাজন হয়ে উঠেছে শ্রমিক-কর্মচারিদের কাছে। যার ফলশ্রুতিতে সঠিক নেতৃত্ব বেচে নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মাসুদুর রহমান মাসুদ। এবিষয়ে আশাবুল হক মুক্ত জোয়াদ্দার ও নজরুল ইসলাম বিশ্বাস হিরক ও সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী এসএম কবির দিনরাত পরিশ্রম করে জয়ের মালা নিয়ে ঘরে ফিরবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন । এ নির্বাচনে চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি মোট ভোটার সংখ্যা ১১৮৭।

ফেব্রুয়ারি ৪ তারিখে কেরুজ নতুন হাই স্কুলে গোপন ব্যালোটের

মাধ্যমে ভোট গ্রহন হবে সকাল ৮ টা থেকে বিরতীহিনভাবে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত। চিনিকলের হিসাব, প্রসাশন ভান্ডার, স্বাস্থ্য বিধান, ইমারত, সেনিটেশন, হাসপাতাল, চোলাই মদ কারখানা, ডিস্টিলারী, বিদ্যুত ও কারখানা, প্রকৌশলী, পরিবহন, ইক্ষু উন্নয়ন, ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগ সহ বানিজ্যিক খামার গুলোর শ্রমিক-কর্মচারিদের নিয়ে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা গত নির্বাচনে ছিলো ১০৮৮ এবার বেড়ে হয়েছে ১১ ৮৭।

দলীয় প্রার্থী যেই হোক তার পক্ষে কাজ করতে হবে– এমপি টগর

দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচন উপলক্ষে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের বর্ধীত সভা ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকালে পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যালয়ে বর্ধীত সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর বলেন আওয়ামী লীগের উন্নয়ন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিরা।

তারা যতই অপশক্তি চালাক না কেনো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে। আপনারা জানেন দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান গত ২৭ ডিসেম্বর মারা যান, মতিয়ারের মৃত্যুতে দলের অপুরনীয় ক্ষতি হয়েছে যা, পুরণ হবার নয়। আগামী ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দর্শনা পৌরসভার উপ-নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ইতিমধ্যে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বরাবর দলীয় মনোনয়ন চেয়ে আবেদন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাকেই দলীয় প্রার্থী মনোনীত করুক না কেনো তার পক্ষে সবাই কাদে কাদ মিলিয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করতে হবে। কেউ নৌকার বিপক্ষে গেলে তাকে দল থেকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু’র উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মাহাফুজুর রহমান মনজু,দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোজাহারুল ইসলাম,দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হাজী শহিদুল ইসলাম, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবীর, আরো উপস্থিত ছিলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা এরশাদ মাষ্টার, লিয়াকত আলী, আ:লীগ নেতা আমির হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, বীরমুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন, ইদ্রিস আলী, হায়দার আলী, দাউদ হোসেন, আব্দুল হান্নান সহ দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ৯ টি ওয়ার্ডের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ। অনান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পত্র চেয়ে যারা আবেদন করেছেন তারা হলো দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক কোষাধ্যক্ষ প্রয়াত মেয়র মতিয়ার রহমানের সহোদর আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক ভিপি ও জিএস আবু সাঈদ মোহাম্মদ হাসান, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও দর্শনা পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাবির হোসেন মিকা, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দর্শনা পৌর যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল আলম বাবু, সাধারণ সম্পাদক শেখ আসলাম আলী তোতা, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল হক সুমন।

দামুড়হুদায় অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমান

আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা চিৎলায় ফসলী জমির পাশ থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এই জরিমানা করা হয়।

উপজেলা ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের চিৎলা বুন্দাগাড়ীর মাঠে ফসলী জমির পাশ থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের সময় ভেকু মেশিন সহ একজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। সরকারিভাবে মাটি উত্তোলনের কোন অনুমতি না থাকায় এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতে কার্পাসডাঙ্গার আব্দুল হান্নানের ছেলে হাবিবুর রহমানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। তিনি বলেন জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

দামুড়হুদায় “ওরা বন্ধু সংঘ’র পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র ও মাস্ক বিতরণ

দামুড়হুদায় “ওরা বন্ধু সংঘ’র পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র (কম্বল) ও মাক্স বিতরণ করা হয়েছে। শীতার্ত অসহায় মানুষের সামান্য উষ্ণতা দিতে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি মাথায় রেখে বিগত বছরগুলোর ন্যায় সেচ্ছাসেবী এ সংগঠনটি’র আয়োজনে এবারও শীতবস্ত্র (কম্বল) ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

শনিবার বিকালে দামুড়হুদা দশমী সরকারি প্রাইমারি স্কুলে কম্বল ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। “ওরা বন্ধু সংঘ’র সভাপতি সাংবাদিক তানজীর ফয়সালের সভাপতিত্বে কম্বল ও মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার শ্রমিকলীগের সভাপতি হাজী আব্দুল কাদির।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় “ওরা বন্ধু সংঘ” প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ২যুগ যাবত বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে আমাদের সমাজের আশপাশের নিন্মবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের মনে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে যাওয়ার মতো কাজ করে আসছে। এ ধরনের আয়োজন করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির জন্য সর্বদাই আমার সহযোগিতা থাকবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি আমাদের দামুড়হুদাতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সংগঠনটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য শিক্ষক হাফিজুর রহমান কাজলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,জাগ্রত জনতা (সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এর প্রতিষ্ঠাতা) প্রাণী চিকিৎসক মোঃজাহাঙ্গীর আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রকৌশলী মোঃ ইমরান হোসেন, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাসস্ট্যান্ড বাজার বনিক সমিতির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাবেক সেক্রেটারি শামসুজ্জোহা পলাশ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন “ওরা বন্ধু সংঘ’র সহ-সভাপতি আসলাম মিয়া, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ সহ ক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় দুই প্রতিষ্ঠানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্ব এই ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কোর্টপাড়া ও বাগানপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। পরিচালিত অভিযানে বেশ কয়েকটি পানির কারখানাগুলোতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানে কোর্টপাড়া মেসার্স একুয়া ফ্রেশ ড্রিংক ওয়াটার নামক পানির কারখানায় পানির টেস্ট রিপোর্ট ও লাইসেন্স ব্যতীত অবৈধ ও অস্বাস্থ্যকরভাবে পানি বোতলজাত ও বাজারজাত করার অপরাধে এর মালিক মোঃ সাঈদ আশীককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৭ দিনের জন্য কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে একই এলাকায় মেসার্স ইসরা ড্রিংকিং ওয়াটার নামক পানির কারখানায় তদারকি করা হয়। এসময় পানির জারে মেয়াদ, মুল্য অর্থাৎ মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ মনিরুল ইসলামকে ৩৭ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া বাগানপাড়ায় মেসার্স লাইফ ওয়াটার নামক পানির কারখানাকে জনস্বাস্থ্য থেকে পানির টেস্ট রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কারখানা বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে জরিমানা আদায়ের সময় আরো বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি টিম।জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ

দামুড়হুদা জুড়ানপুর বিট পুলিশিং উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি” তথ্য দিন সেবা নিন, এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর গ্রামে বিট পুলিশিং উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে বিষ্ণুপুর দক্ষিণপাড়া সাবেক ইউপি সদস্য দেলোয়ারা খাতুন এর

বসতবাড়ির উঠানে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জুড়ানপুর বিট পুলিশিং ইনচার্জ এসআই মারজান এর সভাপতিত্বে উক্ত উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১নং প্যানেল চেয়ারম্যান ও ০২ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আল মাহমুদ আসলাম।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক ইউপি সদস্য দেলোয়ারা খাতুন, নুরুল ইসলাম প্রমুখ। এ সময় গ্রামের প্রায় শতাধিক মহিলাদের নিয়ে এই উঠান বৈঠকে বাল্যবিবাহ, চুরি, ইভটিজিং, মাদক, মেয়ে ছেলের প্রেমঘটিত পলায়ন, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, একে অপরের প্রতি স্মমান, স্নেহ প্রদর্শন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া জরুরী প্রয়োজনে ৯৯৯ নাম্বারে ফোন করা,বিট অফিসার ও থানা পুলিশকে যেকোনো সময়ে যেকোন সমস্যায় অবহিত করার জন্য বলা হয়।

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ ৮৮’র পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্যানেলের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে দামুড়হুদা বাজারস্থ গ্রিনচিলি রেস্টেুরেন্টের সামনে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা কো-অর্ডিনেটর ইখতিয়ার উদ্দিন, জয়েন্ট কো-অর্ডিনেটর সহকারী অধ্যাপক শরীফুল আলম মিল্টন, শিক্ষক আব্দুল মোমিন, আক্তার হোসেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক বখতিয়ার হোসেন বকুল, এসএম আব্দুর রকিব, ইউসুফ আলী খান ইছা মেম্বার, সহকারী অধ্যাপক বিল্লাল

হোসেন, শিক্ষিকা শামসুন্নাহার, আশেখ উদ-দৌলা লিটন, জাহিদুল ইসলাম, শাহীন কাদির, সাব্বির হোসেন, আব্দুল মোমিন, আতিয়ার রহমান খান, এমদাদুল হক।

সুইডেনে পবিত্র কুরআন অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদায় বিক্ষোভ

দামুড়হুদায় সর্বস্তরের মুসলিম তৌহিদী জনতার পক্ষ থেকে সুইডেনে পবিত্র কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরে উপজেলা চৌরাস্তার মোড় থেকে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে জুম্মার নামাজের পরে সর্বস্তরের মুসলিম তৌহিদী জনতা একত্রে হয়ে পবিত্র কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করে। দামুড়হুদা চৌরাস্তার মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বাস স্ট্যান্ড প্রদক্ষিণ করে আবার চৌরাস্তা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। হাজার হাজার তৌহিদী জনতার উপস্থিতিতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের ঈমাম মাওলানা মুফতি এখলাছুর রহমান, দামুড়হুদা বাজার পাড়া জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি সামিউল্লাহ, দামুড়হুদা রাবেয়া তাপসী এতিমখানা মাহতামিম মাওলানা আব্দুস সাত্তার। সমাবেশ শেষে দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা জামে মসজিদের ঈমাম হাফেজ মাওলানা আশরাফুল আলম।

দামুড়হুদায় সিক্স সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় সিক্স সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে পুড়াপাড়া যুব সমাজের আয়োজনে উপজেলা সদরে পুড়াপাড়া রাজা ইটভাটা সংলগ্ন সামছুল উলুম শান্তিবাগ ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার মাঠে এই ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও কেশবপুর উজ্জ্বল ক্লাবের সভাপতি শামসুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল আলিম, জাহাঙ্গীর আলমসহ গ্রামের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

খেলায় যে দুটি দল অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন, পুড়াপাড়া জুনিয়র একাদশ ও কেশবপুর একাদশ। ৫০ মিনিটের এই খেলায় কোন দলই গোল করতে না পারায় পুনরায় পাঁচ মিনিট এক্সট্রা টাইম দেওয়া হয়। তাতেও কোন দল গোল করতে না পারলে খেলা ট্রাইবেকারে গড়াই। কেশবপুর একাদশ ট্রাইবেকারে ২টি গোল দেয় এবং পুড়াপাড়া জুনিয়র একাদশ ৩টি গোল দিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় পুড়াপাড়া জুনিয়র একাদশ এবং রানার্স আপ হয় কেশবপুর একাদশ।

উক্ত সিক্স সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয় পুড়াপাড়া জুনিয়র একাদশের তৌফিক রহমান। চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি এবং নগদ ২ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অপরদিকে রানার্স আপ দলকে টফি এবং ১ হাজার ৫০০ টাকা নগদ প্রদান করা হয়। খেলায় রেফারির দায়িত্ব পালন করেন আতিকুল ইসলাম রনি। সহকারী রেফারি দায়িত্ব পালন করেন মনিরুল ইসলাম ও মাসুদ রানা।